খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু’মিনীন খলীফা মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কতৃক ৪ঠা এপ্রিল ২০১৪ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পর হুযুর (আই.) বলেন-

আজকে আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর খোদাপ্রেম সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব তার রচনাবলী থেকে। তার কিছু উক্তি তুলে ধরব যাতে তিনি খোদাপ্রেমের মর্ম, অর্থ এবং তত্ত্ব, খোদাপ্রেমের সংজ্ঞা এবং খোদাতা’লাকে কিভাবে ভালবাসা যায়, খোদাপ্রেমের রীতি, উপায়, এর গভীরতা এবং দর্শন বর্ণনা করেছেন। আর আমরা যারা তার মান্যকারী, যারা তার জামাতভুক্ত, তাদের কাছে তার কি প্রত্যাশা, খোদপ্রেম বা খোদাতা’লাকে ভালবাসার ক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা কেমন হওয়া উচিত, তার মানদন্ড কি হওয়া উচিত এসবই তিনি তাতে বর্ণনা করেছেন। এই দৃষ্টিকোন থেকে প্রতিটি উদ্ধৃতি এবং কোটেশন প্রনিধানযোগ্য এবং আমাদের জন্য পথের দিশারী বা আলোকবর্তিকা। তাই মনযোগ সহকারে শুনা আবশ্যক। যেন আমরা খোদাপ্রেমের বিষয়টিকে বুঝে, অনুধাবন করে, এতে অবগাহন করে এক্ষেত্রে যেন আমরা অগ্রসর হতে পারি এবং আত্নসংশোধন করতে পারি।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন- প্রেম এবং ভালবাসা কৃত্রিম বা বানোয়াট কোন কিছু নয় বরং এটি মানবীয় বৈশিষ্ট বা যোগ্যতা সমূহের একটি। আর এর স্বরূপ এবং অর্থ হলো কোন কিছুকে আন্তরিকভাবে ভালবেসে তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া যেভাবে কোন বস্তুর পরাকাষ্ঠা অর্জন করলেই বস্তুর প্রকৃত বৈশিষ্ট অনুভূত হয়, ভালবাসাও তেমনই একটি বিষয়, ভালবাসার প্রকৃত রূপ তখনই ভালভাবে প্রকাশ পায় যখন সেটি পূর্ণ মর্যাদায় পৌছে, পূর্ণ রূপ অর্জন করে, পূর্ণ পরাকাষ্ঠায় উপনীত হয় বা পূর্ণ মার্গে তা পৌছে। যেমন আল্লাহতা’লা বলছেন **“উশরিবু ফি কুলুবিহিমুল ইজল্”** অর্থাৎ তারা গোবৎসকে এমনভাবে ভালবেসেছে যেন শরবতের মত এটি তাদেরকে পান করিয়ে দেয়া হয়েছে। সত্যিকার অর্থে যখন কোন ব্যাক্তি কাউকে পূর্ণরূপে ভালবাসে সে যেন তাকে শরবতের মত পান করে ফেলে বা সুস্বাদু খাবারের মত তাকে খায় আর সে তার বন্ধুর চালচলনে বা তার বৈশিষ্টে রঙীন হয়ে যায়। ভালবাসা বা প্রেম যত গভীর হয় মানুষ সহজাতভাবে প্রেমাষ্পদের বৈশিষ্টের প্রতি আকর্ষন বোধ করে। এরপর তার রঙে পুরোপুরি রঙীন হয়ে যায় যাকে সে ভালবাসে, যার সাথে তার প্রেম থাকে। একারনেই যে ব্যাক্তি খোদাকে ভালবাসে সে নিজের সাধ্য, সামর্থ্য এবং যোগ্যতা অনুসারে খোদার সত্ত্বায় যে সকল নূর এবং জ্যোতি রয়েছে তার প্রতিচ্ছবি হয়ে যায়। আর যারা শয়তানকে ভালবাসে তারা সেই অন্ধকারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় যা শয়তানের মাঝে রয়েছে। আর এটিই ভালবাসা বা প্রেমের রহস্য। অর্থাৎ খোদার গুণাবলী বা ঐশী গুণাবলী অর্জন করা। মারেফাত বা তত্ত্বজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে যতক্ষন পর্যন্ত সকল গুণবলীর জ্ঞান অর্জন না হবে তত্ত্বজ্ঞান অর্জিত হতে পারেনা আর তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর মানুষ যখন উন্নতি করে সেটিকে বলা হয় প্রেম বা আধ্যাত্মিক ভালবাসা। যখন ঐশী গুণাবলী অবলম্বন করা হয় তখনই ভালবাসা উৎকর্ষতা লাভ করে । শুধু ঐশী গুণাবলীর জ্ঞান অর্জন যথেষ্ঠ নয় সেটি অবলম্বনও প্রয়োজন। খোদার রঙে রঙীন হওয়া আবশ্যক। তাহলেই খোদার আলোতে মানুষ আলোকিত হয়।

খোদার আনুগত্যকারীদেরকে তিন ভাগে প্রধানত ভাগ করা যায়। প্রধানত তারা যারা উদাসীন্য এবং উপকরনের ওপর দৃষ্টি থাকার কারনে খোদাতা’লার অনুগ্ররাজির ওপর তাদের চোখ যায়না, অনুগ্রহরাজি সম্পর্কে তারা ভাবেনা। খোদাকে দেখা যায়না কিন্তু জাগতিক উপায় উপকরন চোখের সামনে থাকে, তার জ্ঞানও থাকে, আর মানুষ তা অনুভবও করে। জাগতিক বিভিন্ন জিনিস চোখের সামনে থাকার কারনে সে এই চেতনা হারিয়ে ফেলে যে এই সকল উপকরনের কোন স্রষ্টা আছেন, আর সেই স্রষ্টা হলেন খোদা। জাগতিক উপায় উপকরনের মোহে মানুষ আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রথম শ্রেনী হলো তারা যারা খোদার অনুগ্রহরাজিকে সচেতনভাবে দেখেনা

বা বোঝেনা। এর কারন হলো মানুষ উদাসীন জীবন যাপন করে। আর অন্যান্য জাগতিক উপকরন থাকে চোখের সামনে। দ্বিতীয়ত তাদের ভালবাসার সেই আকর্ষন সৃষ্টি হয়না যা অনুগ্রহরাজির ওপর দৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্টি হতে পারে। আর সে ভালবাসাও তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়না যা অনুগ্রহরাজির মহাদানের কথা স্মরন করে হৃদয়ে সৃষ্টি হতে পারে। তারা শুধু ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে বিশ্বাস করে বা মানে যে আল্লাহতা'লা খালেক, আল্লাহতা'লা স্রষ্টা। প্রকৃত অর্থে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা মানেনা। কিন্তু ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে ঈমান থাকে বা এই দাবী থাকে যে আমরা মুসলমান। তাই আল্লাহর যে অধিকার বা আল্লাহ যে খালেক বা সে যে আল্লাহর সৃষ্টি এ বিশ্বাস রাখে, সে শুধু ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে এই বিশ্বাস পোষন করে । তিনি আরও বলেন খোদার এই সীমাহীন অনুগ্রহরাজির ওপর সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত যে প্রকৃত অনুগ্রহরাজিকে দৃষ্টির সামনে নিয়ে আসে এটি তাদের ভাগ্যে কখনও জোটেনা। তারা ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে বলে যে, আমরা আল্লাহকে মানি, আল্লাহকে বিশ্বাস করি, তিঁনি আমাদের স্রষ্টা কিন্তু খোদাতা'লার সৃষ্টি থেকে তারা যে লাভ করছে বা ফায়দা অর্জন করছে এক্ষেত্রে আল্লাহর অনুগ্রহরাজি তার সামনে থাকেনা বরং জাগতিক যে স্বার্থ তা হলো তার উদ্দেশ্য। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলছেন যে এর কারন হলো উপকরন পূজার মালিন্য উপকরনের প্রকৃত স্রষ্টার চেহারা দেখা থেকে তাকে বঞ্চিত রাখে। বাহ্যিক উপায় উপকরনকে সে কাজে লাগায়, উপভোগ করে, এগুলো থেকে ফায়দা অর্জন করে, এগুলো তাকে এতটাই আচ্ছন্ন করে রাখে যে, আল্লাহ যিনি সকল উপকরনের স্রষ্টা তাঁর পবিত্র চেহারা তার দৃষ্টির আড়ালে চলে যায় কেননা তারা উপকরনের পূজারী। উপকরনের যে প্রকৃত স্রষ্টা তাঁর চেহারা তাদের সামনে থাকেনা। তাঁর গুনাবলী তারা দেখেনা বা বোঝেনা। যে কারনে প্রকৃত দাতার সৌন্দর্য তাদের চোখে ধরা পড়েনা। আল্লাহতা'লাই প্রকৃত দাতা যিনি সবকিছু দেন। তাঁর যে সৌন্দর্য, তাঁর যে গুণাবলী তা তাদের চোখের সামনে কখনো আসেনা। তাদের ত্রুটিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান উপকরন পূজার পঙ্কিলতায় কলূষিত। তারা যেহেতু খোদার অনুগ্রহরাজিকে চিনেনা, বোঝেনা এ কারনে তারা নিজেরাও এর প্রতি ততটা মনযোগ দেয়না যতটা অনুগ্ররাজি পর্যবেক্ষনের সময় দেয়া উচিত। এর ফলে প্রকৃত অনুগ্রহকারীর চেহারা তাদের সামনে আসে না। এদের অন্তঃদৃষ্টি আসলে ঝাপসা, অস্পষ্ট কেননা তারা কিছুটা নিজেদের পরিশ্রম এবং উপকরনের ওপর নির্ভর করে আর কিছুটা কৃত্রিমভাবে এ বিশ্বাসও রাখে যে আল্লাহতা'লাই আমাদের খালেক বা স্রষ্টা আর তিনিই আমাদের রাযেক বা রিযিকদাতা। আর আল্লাহতা'লা যেহেতু মানুষের ওপর তাঁর সাধ্যাতিত বা বুদ্ধির বাহিরে কোন বোঝা চাপাননা তাই যতক্ষন তারা এই অবস্থায় থাকে তিনি চান তারা যেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয় আর আয়াত **"ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিলআদলে"** এখানে আদল বলতে এই আনুগত্যই বুঝানো হয়েছে। যেহেতু তারা পূর্ণ জ্ঞান রাখেনা আর কথার কথা হলেও তারা এই বিশ্বাস রাখে যে আল্লাহতা'লা স্রষ্টা এবং আল্লাহতা'লা রিযিকদাতা এবং এই বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশও করে তাই আল্লাহতা'লা তাদের এই অবস্থাকে সামনে রেখেই যতটা কৃতজ্ঞতা তারা প্রকাশ করে সেই অনুসারে আদল এবং ইনসাফের দাবী অনুসারে এটিকে তাদের জন্য যথেষ্ঠ বলে মনে করেন। আর তারা মনে করে নেয় যে, আমরা আল্লাহর জন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি। মসীহ মাওউদ (আ.) বলছেন যে এর উর্ধ্বে তত্ত্বজ্ঞানের আরো একটি স্তর আছে যা আমরা এখনি বলে এসেছি যে, মানুষের দৃষ্টি সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে উপকরনের উর্ধ্বে গিয়ে খোদার কৃপা এবং অনুগ্রহের পবিত্র হাতকে অনুধাবন করে। এই পর্যায়ে এসে মানুষ উপকরনের ধারনা থেকে সম্পূর্ণ বাইরে বের হয়ে আসে। আর এসব কথা যে, আমার নিজের পানি সিঞ্চনের গুণে ফসল হয়েছে, আমার বাহুবলে আমি সফলতা লাভ করেছি বা অমুকের অমুক অনুগ্রহের কারনে আমার স্বার্থসিদ্ধি হয়েছে, অমুক ব্যাক্তির দেখাশুনার কারনে বা দৃষ্টি রাখার কারনে আমি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি এ সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি তখন সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন ও তুচ্ছ মনে হয়। তখন এক শক্তিশালী স্বত্তা, একই অনুগ্রহকারী এবং একই হাত তার দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠে। তখন মানুষ উপকরনরূপী শিরক থেকে শতভাগ কলুষমুক্ত হয়ে এক স্বচ্ছ দৃষ্টিতে খোদাতা'লার অনুগ্রহরাজির প্রতি তাকায়। আর তার এই দেখা বা এই দর্শন এত স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ হয়ে থাকে যে এমন অনুগ্রহকারীর ইবাদতের সময় সে তাঁকে গায়েব বা অদৃশ্য মনে করেনা বরং তাঁকে উপস্থিত হিসেবে বিশ্বাস করে

তাঁর ইবাদত করে আর এই ইবাদতের নামই কুরআনে এহসান রাখা হয়েছে। আর বুখারী এবং মুসলিমে স্বয়ং মহানবী (সা.) ও এহসানের এই অর্থই বর্ণনা করেছেন। আর এই স্তরের পর আর একটি স্তর রয়েছে যাকে বলা হয় **"ঈতাইযিল কুরবা"** এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো, মানুষ দীর্ঘদিন খোদার অনুগ্রহরাজিকে উপকরনরূপী শিরকে কলুষিত না করে আল্লাহতা'লাকে হাযের নাযের মনে করে যদি তাঁর ইবাদত করে তাহলে এই ধারনা এবং চিন্তার ফসল হিসেবে খোদার প্রতি তার এক ব্যাক্তিগত ভালবাসা জন্মাবে কেননা স্থায়ীভাবে নিরবিচ্ছিন্ন অনুগ্রহরাজি যে ব্যাক্তি লাভ করে এবং সেই অনুগ্রহভাজন ব্যাক্তি যার ওপর অনুগ্রহ করা হয় তার হৃদয়ে এর প্রভাব হলো ধীরে ধীরে তার হৃদয়ে অনুগ্রহকারীর প্রতি এক ব্যাক্তিগত ভালবাসা সৃষ্টি হয়, তাঁর অনন্ত এহসান তার অন্তরে ছেয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে সে শুধু তাঁর অনুগ্ররাজির কথা স্মরন করেই তাঁর ইবাদত করেনা বরং অনুগ্রহকারীর প্রতি এক ব্যাক্তিগত ভালবাসা তার হৃদয়ে ঘর করে। যেভাবে বাচ্চা মায়ের সাথে এক সহজাত ব্যাক্তিগত ভালবাসা রাখে এ পর্যায়ে ইবাদতের সময় সে শুধু আল্লাহকে দেখেইনা বরং আল্লাহকে দেখে সে প্রকৃত প্রেমিকের স্বাদ এবং আনন্দ পায়। আর নফসের সকল কামনা বাসনা শেষ হয়ে যায় আর তার ভিতরে সেই স্বত্তার প্রতি ব্যাক্তিগত ভালবাসা সৃষ্টি হয়। এই স্তরকে আল্লাহতা'লা **"ঈতাইযিল কুরবা"** নাম দিয়েছেন। আর আল্লাহতা'লা এই আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে **"ফাযকুরুল্লাহা কাযিকরিকুম আবাআকুম আও আশাদ্দা যিকরা"** অর্থাৎ নিজের পিতা পিতামহের মতো বরং আরো গভীর ভালবাসা নিয়ে আল্লাহকে স্মরন কর। এক কথায় আয়াত **"ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিলআদলে ওয়াল ইহসানে ওয়া ঈতাইযিল কুরবা"** এর এটি তফসির আর এতে আল্লাহতা'লা মানুষের মারেফাত বা তত্ত্বজ্ঞানের তিনটি স্তরই বর্ণনা করেছেন এবং তৃতীয় স্তরকে ব্যাক্তিগত ভালবাসা আখ্যা দিয়েছেন। এটি সেই পর্যায় বা স্তর যে পর্যায়ে প্রবৃত্তির সমস্ত কামনা বাসনা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আল্লাহর ভালবাসা হৃদয়ে এমনভাবে ভরে যায় যেভাবে একটি বোতল আতরে ভরে যায়। এদিকেই এই আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে **"ওয়া মিনান নাসে মাইয়াশরি নাফসাহুবতিগাআ মারযাতিল্লাহ, ওয়াল্লাহু রাউফুম বিলইবাদ"** অর্থাৎ মানুষের মাঝে কতক এমন আছে যারা খোদাতা'লার সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের প্রানকে বিক্রি করে দেয়। আল্লাহতা'লা এমন লোকদের প্রতি স্নেহশীল। আরও বলেছেন **"বালা মান আসলামা ওয়াজহাহু লিল্লাহে ওয়া হুয়া মুহসেনুন ফালাহু আজরুহু ইনদা রাব্বিহীম, ফালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহযানুন"** অর্থাৎ তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত যারা নিজ স্বত্ত্বা বা নিজ অস্তিত্ব খোদার হাতে সোপর্দ করে এবং তাঁর নেয়ামতরাজির কথা দৃষ্টিতে রেখে এমনভাবে তাঁর ইবাদত করে যেন তারা তাঁকে দেখছে। এমন মানুষই আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরষ্কার পায়। তাদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হবেনা। অর্থাৎ আল্লাহ এবং আল্লাহর ভালবাসাই তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আর আল্লাহর কাছে যে সমস্ত নেয়ামত রয়েছে সেগুলোই তাদের প্রতিদান হয়ে থাকে।

এরপর খোদার নৈকট্য লাভের মাধ্যম সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলছেন, কুরআন শরীফ সে শিক্ষা উপস্থাপন করে যা মেনে চললে পৃথিবীতেই খোদাদর্শন সম্ভব। যেভাবে বলা হয়েছে **"মান কানা ইয়ারজূ লেকাআ রাব্বিহী ফালইয়া'মাল আমালান সালেহাও ওয়া লা ইউশরিক বেঈবাদাতি রাব্বিহী আহাদান"** অর্থাৎ যে ব্যাক্তি এই পৃথিবীতেই সেই প্রকৃত খোদা যিনি মানুষকে ভালবাসেন তার দর্শনের বাসনা রাখে তার উচিত এমন সৎকর্ম এবং নেককর্ম করা যাতে কোন প্রকার ক্রুটি বিচ্যুতি থাকবেনা। অর্থাৎ তার নেক আমল এবং তার কর্ম মানুষকে দেখানোর জন্যও হবেনা আর সেই কাজ করে তার হৃদয়ে কোন অহংকারও হবেনা যে আমি কিছু একটা হয়ে গেছি। আর সেই আমল বা কর্ম যেন ক্রুটিপূর্ন না হয় এবং তাতে যেন এমন কোন দুর্গন্ধ না থাকে যা খোদার সাথে ব্যাক্তিগত ভালবাসার পরিপন্থি। বরং তা যেন নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততায় সমৃদ্ধ থাকে আর একই সাথে সকল প্রকারের শিরক থেকেও মুক্ত থাকা উচিত। সূর্য, চন্দ্র, আকাশের গ্রহ নক্ষত্র, বাতাস, অগ্নি, পানি পৃথিবীর কোন বস্তুকে উপাস্য মনে করা উচিত নয়। জাগতিক উপকরনকে এত সম্মান দেয়া উচিত নয় বা তাতে এমনভাবে ভরসা করা উচিত নয় যার ফলে তা খোদা বলে মনে হয়। নিজের মনোবল এবং চেষ্টা প্রচেষ্টাকেও কোন কিছু মনে করা

উচিত নয় কেননা এটিও এক ধরনের শিরক। বরং সবকিছু করার পরও এটি মনে করা উচিত যে আমরা কিছুই করিনি এবং নিজের জ্ঞান নিয়ে অহংকার করা উচিত নয়। নিজ কর্ম বা আমল নিয়ে গর্ব করা উচিত নয়। সত্যিকার অর্থে নিজেকে অজ্ঞ সর্বস্য মনে করা উচিত। এবং খোদার দরবারে সর্বদা সেজদাবনত থাকা উচিত। এবং দোয়ার মাধ্যমে তার কৃপারাজি নিজের প্রতি আকর্ষন করা উচিত। আর সে ব্যাক্তির মতো হয়ে যাওয়া উচিত যে পিপাসার্ত এবং অসহায়। যার সামনে এক ঝর্ণা প্রস্ফূটিত হয় যা অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং যার পানি অত্যন্ত সুমিষ্ট। সে যেকোন ভাবে সর্বান্তকরনে সেখানে পৌছে এবং সেই প্রশ্রবন থেকে পান করা আরম্ভ করে। আর ততক্ষন পর্যন্ত তা থেকে পৃথক হওয়া উচিত নয় যতক্ষন তার পিপাসা নিবারন না হয়।

মু'মেন খোদাপ্রেমের গুণে গুনান্বীত হয়ে থাকে। মু'মেন প্রেমিকের বৈশিষ্ট্য রাখে। সে প্রকৃত প্রেমিক হয়ে থাকে। খোদার জন্য পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে জীবন উৎসর্গ করার এক আন্তরিকতা রাখে। আর বিগলিত চিত্তে, আকুতি মিনতির সাথে তার দরবারে অবিচল থাকে। পৃথিবীর স্বাদ বা আনন্দ তার সামনে কোন অর্থ রাখেনা। তার আত্মা সেই প্রেমের মাঝেই লালিত পালিত হয়। প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে ভ্রুক্ষেপহীনতা দেখেও সে ভয় পায়না। তার পক্ষ থেকে নিরবতা এবং অমনযোগ দেখে সে কখনও মনোবল হারায়না বরং সবসময় সে অগ্রগামী থাকে আর তার ভালবাসার জন্য হৃদয়ে উত্তোরত্তর ব্যাথা এবং বেদনা বৃদ্ধি করতে থাকে। এই উভয় বিষয় থাকা আবশ্যক। মোমেন প্রেমিকেরও উচিত খোদার ভালবাসায় পুরোপুরি অবগাহন করা বা নিমজ্জিত থাকা। আর প্রেম যেন পরম পর্যায়ের হয়। ভালবাসায় যেন প্রকৃত আবেগ এবং আন্তরিকতা থাকে আর প্রেমের অঙ্গীকার যেন এতটা নিষ্ঠা ও সততা সম্বলিত হয় যে কোন পরিস্থিতি যেন সেটিকে দোদুল্যমান করতে না পারে। আর প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে কখনও ভ্রুক্ষেপহীনতা বা নীরবতা থাকলেও যেন তা দোদুল্যমান না হয়। দু ধরনের ব্যাথা থাকা চাই, একটি হলো খোদার ভালবাসার ব্যাথা এবং বেদনা আর দ্বিতীয়টি হলো কারও সমস্যায় হৃদয়ে ব্যাথা সৃষ্টি হওয়া চাই এবং তার জন্য ব্যাকুলতা বা উৎকন্ঠা সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। খোদার ভালবাসার জন্য যে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও বেদনা থাকে তার সাথে যদি অবিচলতাও থাকে তাহলে তা মানুষকে মানবিকতার গন্ডি থেকে বের করে খোদার ছায়ায় স্থান দেয়। তার অবস্থা যতদিন প্রেম ও বেদনার এই স্তরে উপনীত না হয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের সাথে যতদিন সম্পর্ক ছিন্ন না হবে ততদিন মানুষ ঝুকির মাঝেই থেকে যায়। গায়রুল্লাহ বা অন্যদের সাথে যতক্ষন সম্পর্ক ছিন্ন না হবে ততক্ষন এই সকল আশংকা দূরীভূত হওয়া এবং খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করা একটি কঠিন বিষয়। এক স্নেহময়ী মা সন্তানের জন্য যেভাবে হৃদয়ে ব্যাথা বেদনা রাখে তেমনি গায়রুল্লাহ বা আল্লাহ ছাড়া অন্য যারা আছে তাদের সাতে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে এবং আল্লাহর সৃষ্টির জন্যও তার ভালবাসায় হৃদয়ে এক ব্যথা থাকা আবশ্যক। যে প্রকৃত মোমেন ও খোদাপ্রেমিক হয়ে থাকে এটি তার হৃদয়ের চিত্র। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর সাথে এমন স্বচ্ছ সম্পর্ক এবং ভালবাসা তখনই সম্ভব হবে যখন আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষ অবহিত হয়। পৃথিবী এমন অনেক সন্দেহের কারনে ধ্বংস হচ্ছে। অনেকে প্রকাশ্যে নাস্তিক। অনেকে প্রকাশ্যে নাস্তিক নয় কিন্তু নাস্তিকের রঙে রঙীন আর এ কারনে ধর্মীয় বিষয়ে তারা উদাসীন। এর চিকিৎসা হলো আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকা যেন খোদা সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় । তাদের পূণ্যবানদের সাহচর্যে থাকা উচিত যেন খোদাতা'লার পবিত্র কুদরত বা শক্তিমত্তার নিত্য নতুন নিদর্শন দেখতে পারে। এরপর আল্লাহতা'লা যেদিকে বা যেভাবে চান তাদের জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি দান করবেন এবং তাদের হৃদয়ও প্রশান্তি লাভ করবে।

এটি সত্য কথা, আল্লাহর স্বত্তার ওপর যতটা ঈমান এবং বিশ্বাস বাড়বে ততটাই নতুন করে খোদাপ্রেম এবং খোদাভীতি হৃদয়ে সৃষ্টি হবে নতুবা উদাসীন্যের কারনে পাপের ধৃষ্টতা সৃষ্টি হবে। খোদার ভালবাসা, খোদার মাহাত্ম্য এবং প্রতাপ আর খোদাভীতি এমন যার ফলে পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়। সাধারনত মানুষ যে সমস্ত জিনিসকে ভয় করে সেগুলোকে এড়িয়ে চলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সে জানে যে আগুন জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয় তাই আগুনে সে হাত দেয়না। বা যদি এই জ্ঞান থাকে যে অমুক জায়গায় সাপ রয়েছে তাহলে সে সেই পথ এড়িয়ে চলবে। আর

একইভাবে যদি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, পাপের বিষ মানুষকে ধ্বংস করে আর খোদার মাহাত্ম্য এবং প্রতাপকে যদি সে ভয় করে, যদি এই বিশ্বাস থাকে যে আল্লাহতা'লা পাপের শাস্তি দেন তাহলে সে পাপের ধৃষ্টতা দেখাবেনা। ভূপৃষ্ঠে সে মৃতবত চলাফেরা করে। তার আত্মা সবসময় খোদার দরবারে উপস্থিত থাকে।

তিনি আরও বলেন যে মানুষ যদি খোদার ভালবাসার অগ্নিতে ঝাপ দিয়ে নিজের পুরো স্বত্তাকে জালিয়ে ভস্মীভূত করে তাহলে এই ভালবাসার মৃত্যু তাকে এক নতুন জীবন উপহার দেয়। তোমরা কি বোঝনা যে ভালবাসাও একধরনের অগ্নি আর পাপও একপ্রকার আগুন। ঐশী প্রেমের এই অগ্নি পাপের অগ্নিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় আর এটিই ভালবাসার মূল।

খোদার ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সৃষ্টির জন্য কত বেদনার সাথে তিনি নসিহত করেছেন তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তিনি (আ.) বলেন, কত দুর্ভাগা সে ব্যাক্তি যে এখন পর্যন্ত জানেনা যে তার একজন খোদা আছেন যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমাদের জান্নাত আমাদের খোদা, আমাদের সুমহান আনন্দ খোদার সত্তায় নিহিত কেননা আমরা তাঁকে দেখেছি আর সকল সৌন্দর্য তাঁর মাঝে খুজে পেয়েছি। এই সম্পদ প্রানের বিনিময়ে হলেও নেয়ার যোগ্য আর এই মণিমুক্তা সম্পূর্ণ স্বত্তা বিলীন করে হলেও ক্রয়ের যোগ্য । হে দূর্ভাগারা এই প্রশ্রবনের প্রতি ধাবিত হও এটি তোমাদের পরিতৃপ্ত করবে, এটি জীবনের প্রশ্রবন যা তোমাদের রক্ষা করবে। আমি কি করব আর কিভাবে এই শুভসংবাদ মানুষের হৃদয়ে গ্রথিত করব, কোন ঢোল পিটিয়ে বাজারে ঘোষনা করব যে ইনি তোমাদের খোদা যেন মানুষের কান খুলে যায়। আমি কোন ঔষধ প্রয়োগে তাদের চিকিৎসা করব। যদি তোমরা খোদার হয়ে যাও তাহলে নিশ্চিত যেন যে খোদা তোমাদের পথপ্রদর্শক, তোমরা ঘুমন্ত থাকবে আর খোদা তোমাদের জন্য জাগ্রত থাকবেন, তোমরা শত্রুর ব্যাপারে উদাসীন থাকবে কিন্তু আল্লাহ তাকে দেখবেন এবং তার ষড়যন্ত্রকে তিনি ব্যর্থ করবেন। তোমরা এখন পর্যন্ত জাননা যে তোমাদের খোদার মাঝে কি কি কুদরত এবং শক্তি রয়েছে। যদি জানতে তাহলে বস্তুজগতের জন্য কোনদিন এত দুঃখভারাক্রান্ত হতেনা। এক ব্যাক্তি যার কাছে এক বিশাল ধনভান্ডার থাকে সে কি এক পয়সা হারিয়ে গেলে কাঁদতে পারে বা হৈচৈ করতে পারে বা ধ্বংস হতে পারে। এই ধনভান্ডার সম্বন্ধে যদি তোমরা অবহিত থাকতে যে আল্লাহ তোমাদের প্রতিটি প্রয়োজনে কাজে আসেন তাহলে বস্তুজগতের জন্য তোমরা এতটা হাহুতাশ করতেনা। খোদা এক প্রিয় ধনভান্ডার, তাকে মূল্যায়ন কর, তিনি প্রতিটি পদক্ষেপে তোমাদের সাহায্যকারী। তিনি ব্যতীত তোমরা কিছুই নও। তোমাদের উপায় উপকরন এবং প্রচেষ্টার কোন অর্থ নেই। যারা সম্পূর্নভাবে উপায় উপকরনের ওপর নির্ভর করে তোমরা তাদের অনুকরন করোনা । যেভাবে সাপ মাটি খায় তারা নিজ উপায় উপকরনের মাটি ভক্ষন করে। যেভাবে কুকুর এবং শকুন মৃত প্রাণীর মাংস খায় তেমনি তারাও মৃত প্রাণীর মাংস খাওয়া নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। তারা খোদা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তারা মানুষের পূজা করে, শুকরের মাংস খায়, মদকে পানির মত পান করে। তারা উপকরনের ওপর সীমাতিরিক্ত নির্ভর করার কারনে ও খোদার কাছে সাহায্য না চাওয়ার কারনে স্বর্গীয় আত্মা তাদের ছেড়ে এমনভাবে চলে যায় যেভাবে কোন কবুতর বাসা ছেড়ে চলে যায়। তাদের ভেতর বস্তুবাদিতার এমন কুষ্ঠ রয়েছে যা তাদের অভ্যন্তরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে খেয়ে ফেলেছে। তাই এমন কুষ্ঠকে ভয় কর।

তিনি আরো বলেন তোমরা সেই খোদাকে চেনার সর্বাত্মক চেষ্টা কর যাকে পাওয়ার মাঝেই মুক্তি নিহিত। যাকে পাওয়াই হলো পরিত্রান। সেই খোদা তার সামনে আত্মপ্রকাশ করেন যে হৃদয়ের স্বচ্ছতা এবং ভালবাসার সহিত তাকে অনুসন্ধান করে। তিনি তার সামনেই নিজেকে বিকশিত করেন যে সম্পূর্ণভাবে তার হয়ে যায়। যে হৃদয় পবিত্র সে হৃদয়ই হলো আল্লাহর সিংহাসন। আর যে মুখ মিথ্যা গালি ও অপালাপ থেকে মুক্ত তা তাঁর ওহী স্থল। প্রত্যেক ব্যাক্তি যে তার সন্তুষ্টির জন্য বিলীন হয় সে তাঁর নিদর্শনমূলক শক্তির বিকাশস্থল হয়ে থাকে।

আল্লাহতা'লা আমাদের সেই মানে উপনীত হওয়ার তৌফিক দিন যে মানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমদের দেখতে চেয়েছেন। আল্লাহতা'লা আমাদের তৌফিক দিন যেন আমরা বিশুদ্ধ চিত্তে, একনিষ্ঠভাবে খোদার সামনে

বিনত হতে পারি, তাকে যেন আমরা ভালবাসতে পারি আর তার ভালবাসা অর্জনের মাধ্যমে তার ভালবাসাকে যেন আমরা আমাদের জীবনের অংশ করে নিতে পারি এবং তার সন্তুষ্টির জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।